

আগামী দিন গুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.০ থেকে ২৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.০ থেকে ১৪.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা আছে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৭ থেকে ৭৫ শতাংশ এবং বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩১ থেকে ৫০ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইতে পারে।



চাষাবাস

ডাকবান্ধ

চিঠি পাঠান: **চাষাবাস**

২০, প্রফুল্ল সনকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল chashbas@sangbadpratidin.in



জিয়নকার্ঠি জিওল



৪০ কোটির জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খেমে নেই। এই দেশ এখন নানা সমস্যার সম্মুখে। খাদ্য সমস্যা, পুষ্টির সমস্যা, বাসস্থান, পানীয় জল, ইত্যাদি। পুষ্টির সমস্যা মেটাতে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা উৎকর্ষমুখী। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার জোগান দিতে প্রাণীজ প্রোটিন যথেষ্ট নয়। সেখানে মৎস্য-প্রোটিন সহজেই প্রাণীজ প্রোটিনের অভাব দূর করতে পারে। পৃথিবীতে মাছ চাষের ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে ভারতবর্ষ ১২৬০ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন করে। ১৩.৭৭ লক্ষ টন মাছ বিদেশে রফতানি করে ৪৫.১০৬.৮৯ কোটি টাকা আয় হয়। সরকারি হিসাবে বার্ষিক মাথাপিছু মাছের চাহিদা ১৫ থেকে ২০ কেজি হিসাবে ধরে নিলে ২০৫০ সালে ১২৫ থেকে ২১০ মিলিয়ন টন মাছের উৎপাদন করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে জিওল মাছের চাষ একান্তই দরকার।

জিওল মাছ কাকে বলে?

জিওল মাছের শ্বাসতন্ত্রের ফসফসে অতিরিক্ত একটি মন্ত্র থাকে। যার সাহায্যে এই মাছেরা বাতাস থেকে সোজাসৃজি অক্সিজেন নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে পারে। ফলে, জিওল মাছে জল ছাড়াই অনেক বেশি সময় বাঁচতে পারে। এই মাছের জীবনীশক্তি, অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি।

জিওল মাছ কোথায় চাষ করা যাবে?

মজা পুকুর, পরিষ্কার জলাশয়, ছোট ডোবা, অপরিষ্কার জলাশয়, বর্ষাকালে ধান চাষের জমির জমা জলে, ছোট অগভীর পুকুর, যে সব পুকুরের জল গরমের সময় শুকিয়ে যায় বা যে ডোবা থেকে কোন আয় হয় না বরং অপরিষ্কার জমা জল পরিবেশ দূষিত করে এবং মশা বৃদ্ধি করে, সেই সব জলাশয়ে জিওল মাছের চাষ-খুবই ভাল হয়। মজা পুকুর বা ছায়ামুক্ত ডোবার জলে সাধারণত অক্সিজেনের পরিমাণ কম, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি। এইরকম জলে রুই, কাতলা, ইত্যাদি মাছ বাড়ে না। কিন্তু জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় পরিত্যক্ত জলাশয়ে জিওল-মাছ চাষের কোনও অসুবিধা হয় না।

বড় জলাশয়ে মাছ চাষ

বড় জলাশয়ে যেখানে রুই, কাতলা মাছের চাষ করা হয়, সেখানে বর্ষের বা প্রাস্টিকের খাঁচার জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে খাবার দিলে জিওল মাছের চাষ করা সম্ভব। প্রয়োজন মতো খাঁচা থেকে মাছ তুলে বিক্রিও করা যায়।

জিওল মাছ চাষের সময়

আষাঢ় থেকে অশ্বিন মাস। মাগুর, শিঙি, কই এক সঙ্গে মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ করলে লাভ বেশি।

জিওল মাছের পোনা

মাগুর বা শিঙির পোনা বিধা প্রতি ৬-৭ হাজার এবং কই মাছের জন্য ৫-৬ হাজার লাগে। পুকুর তৈরির পদ্ধতি: ১) ভরা পুকুর: জলভরা পুকুরে যদি কর্তৃপক্ষনা থাকে তাহলে তুলে ফেলতে

হবে। মছয়া খোল ছড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে ২ থেকে ৩ বার জাল টেনে পুকুর থেকে সব রাক্ফসে মাছ, যেমন: শাল, শোল, বোয়াল, ন্যাদোস, তেটকি, জলজ সাপ তুলে ফেলতে জিওল মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

২) খালি পুকুর: চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুকুর শুকিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। শতকের হিসাবে, গোবর ২০০ কেজি, সরষের



খোল ৮ কেজি, চুন ৬ কেজি, সুপার ফসফেট ৬ কেজি, ইউরিয়া ২ কেজি এবং অনুখাদ্য ৫০০ গ্রাম। সব সার, শুকনো পুকুরের তলদেশে ছড়িয়ে কোদাল বা লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। তারপর পুকুরে জল ছাড়তে হবে। পানেরা দিন বাদে দেখা যাবে পুকুরের জল হালকা সবুজ হয়েছে। কাগর এই জলে প্রচুর পরিমাণে মাছের খাবার জন্মেছে। যেমন, অ্যালগী, ফাংগী, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, প্রভৃতি। এই পুকুরে এখন মাছের পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। কই মাছকে 'গোছা মাছ' বলে। তাই পুকুরের চারিদিকে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে

হবে। বর্ষার সময় ডাঙা দিয়ে

যাতে মাছ না পাল্লাবে পারে।

জিওল মাছের খাবার

জিওল মাছ সর্বভুক। জলের তলার পচা পাতা, মরা পোকো, ভাসা শামুক, গেড়ি, গুগলি, শ্যাওলা প্রভৃতি খেতে ভালোবাসে। তাই অনেকে জিওল মাছকে বাড়াদার মাছ বলে। পুকুরের মাঝে একটি বাঁশ পুঁতে রাত্রিবেলায় একটি লঠন বুলিয়ে রাখতে হয়। পতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে জলে পড়ে এবং মাছের খাবার হয়। অন্যদিকে ফসলের মাঠেও কীট শত্রুর ক্ষতি কমবে। রুত মাছের বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত খাবার দিতেও হবে।

খাবার তৈরির পদ্ধতি

শুকটিক মাছের গুঁড়া ৩০ ভাগ, সরিষা খোলার গুঁড়া ১৫ ভাগ, ধানের রুঁড়া ৫ ভাগ, গমের ভূমি ৫ ভাগ ও হোল্ডার ছাতু- ১৫ ভাগ, গমের আটা ১০ ভাগ, শামুক গুঁড়া ১৩ ভাগ, ঝোলা গুড় ৫ ভাগ, লবণ ১ ভাগ এবং অনুখাদ্য ১ ভাগ। বড়ি বামিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

মাছের ব্যায়াম

সপ্তাহে একবার পুকুরে জাল টানাতে হবে অথবা গরু নামিয়ে সাঁতার কাটাতে হবে। এতে মাছেরা দৌড়বে এবং স্বাস্থ্য ও বাড়াবে। জিওল মাছ কেন চাষ? তিনটি কারণ।

ক) পুষ্টিগুণ: জিওল মাছে ম্যাক্রো

নিউট্রিয়েন্ট ওমাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট- দুইটিই পাওয়া যায়। এই মাছে কম চর্বি থাকে, প্রোটিন বেশি থাকে (১৮-২০%)। এছাড়া সারকর্মের দরকারি ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিডও থাকে। শিশুদের হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতির গঠনে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের রোগীদের রোগমুক্তিতেও সাহায্য করে। জিওল মাছ খুব পুষ্টিকর এবং খুব সহজেই হজম হয়। এই সব মাছের প্রোটিন ও প্রহ্নযোগ্য লোহার পরিমাণ খুব বেশি। জিওল মাছে খুব পুষ্টিকর এবং খুব সহজেই হজম হয়। এই সব মাছের প্রোটিন ও প্রহ্নযোগ্য লোহার পরিমাণ খুব বেশি। জিওল মাছে অতিরিক্ত ওষধী গুণ থাকার মাছের বাজারে চাহিদা বেশি, দামও বেশি।

খ) শ্বাসযন্ত্র: জিওল মাছে অতিরিক্ত

শ্বাসযন্ত্রে থাকতে জল ছাড়া অনেক সময় বাঁচতে পারে। ফলে মাছ সরবরণের জন্য বরফের প্রয়োজন হয় না।

গ) লাভজনক চাষ: জিওল মাছের চাষ

খুব সহজ, লাভজনক আয় ও বেশি। কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ। মাছ খাবার:মাগুর মাছ বা শিঙি মাছ ৫-৬ মাসেই পরিণত হয়। তখন ওজন প্রায় ২৫০ গ্রামের মতো হয়। আর কই মাছ ৯-১০ মাসে পরিণত হয় ওজনও প্রায় ১০০ গ্রামের কাছাকাছি। তুলনামূলক ভাবে মাগুর মাছের বৃদ্ধি বেশি লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। তারপর পুকুরে জল ছাড়তে হবে। পানেরা দিন বাদে দেখা যাবে পুকুরের জল হালকা সবুজ হয়েছে। কাগর এই জলে প্রচুর পরিমাণে মাছের খাবার জন্মেছে। যেমন, অ্যালগী, ফাংগী, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, প্রভৃতি। এই পুকুরে এখন মাছের পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। কই মাছকে 'গোছা মাছ' বলে। তাই পুকুরের চারিদিকে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে

একবর্ষীয় সজিনায় সাফল্য

পুষ্টিগত গুণমান সজিনা গাছের নরম ডাটা ছাড়াও কচি পাতা এবং ফুল বাঙালির রন্ধনশালায় বেশ জনপ্রিয়। সজিনার ডটায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ক্যারোটিন, ফসফরাস এবং বিভিন্ন খনিজ যেমন ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, সালফার ইত্যাদি থাকে। সজিনার পাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম যা প্রায় দুথের দিগুণ এবং প্রোটিন থাকে প্রায় গাজরের চার গুণ, এমনিটিক আপেলের চেয়েও যা দশ গুণ বেশি। প্রায় সম্পূর্ণ গাছটিই (গাছের শিকড়, ছাল, পাতা, বীজ তেল) বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ব্রফাইটিস, ডায়েরিয়া, অ্যানিমিয়া, অ্যাজমা, হৃদরোগ, হজম সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ পুষ্টিগুণে সম্পন্ন এই সজিনা গ্রাম্য দরিদ্র সমাজের পুষ্টিগত সমস্যা দূরীকরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

বহুবর্ষীয় সজিনা চাষের পরিবর্তে একবর্ষীয় সজিনা চাষের কারণ:

বহুবর্ষীয় সজিনার চাষ বহুল প্রচলিত হলেও, একবর্ষীয় সজিনা চাষের কিছু সুবিধা হল:

১) বহু বর্ষীয় সজিনার ফল আসার প্রাক-পর্ব বহু বেশি অর্থাৎ একবর্ষীয় সজিনায় ফল আসতে যে সময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় বহুবর্ষীয় ক্ষেত্রে লাগে। ২) একবর্ষীয় সজিনার বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয় এবং ভালো বীজ সহজেই পাওয়া যায়। অথচ বহুবর্ষীয় সজিনা কাটিরোর মাধ্যমে লাগানো হয়। যা সহজলভ্য নয়। ৩) বহুবর্ষীয় সজিনা বছরের নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যায়। কিন্তু একবর্ষীয় সজিনা বছরের অ-সময়ে পাওয়া সম্ভব যা চাষির আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ৪) বহুবর্ষীয় সজিনার ক্ষেত্রে রোগ পকার উপদ্রব বেশি হয়। ৫) একবর্ষীয় সজিনার জলের চাহিদাও তুলনামূলক কম হয়। এছাড়াও, পুষ্টিম নাারকল বাগানের অন্তর্গতী ফাঁকা জায়গায় একবর্ষী সজিনা চাষ করে অতিরিক্ত আয় সম্ভব।

উপযুক্ত জাত

তামিলনাড়ুর উদ্যানপালন অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে দুটি একবর্ষীয় সজিনা জাতের প্রকাশ পেয়েছে - পিকেরাম-১ ও পিকেরাম-২। যা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। এই দুটি জাতের ক্ষেত্রেই বীজ থেকে চারা তৈরি করে চাষ করা হয়। পিকেরাম ১ জাতের সজিনা ৪-৬ মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ফলগুলি ৬৫-৭০ সেমি লম্বা হয়। কিন্তু পিকেরাম-২ এর ক্ষেত্রে ফলগুলি ১২৫ থেকে ১৩০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছ লাগানোর ১৬০ থেকে ১৭০ দিন অর্থাৎ ৫-৬ মাসের মাথায় ফল সংগ্রহ করা যায়। এই দুই ধরনের জাতের বীজ তামিলনাড়ু এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি থেকে অথবা স্থানীয় বীজ দোকান থেকে পাওয়া যেতে পারে।

মাটি

সজিনা হল এমন প্রজাতি যা বিভিন্ন ধরনের মাটিতে হতে পারে। তবে বেলে মেরাশ মাটিতে সজিনা খুব ভালো হয়। ফাইট-এর



মাত্রা ৬৮ থেকে ৮ আদর্শ। মূল জমিতে চারা প্রতিস্থাপনের পূর্বে মাটির সাথে ভালভাবে জৈব সার মিশিয়ে নিতে হবে।

চারা তৈরির পদ্ধতি

বীজ গুলিকে ১৫-১৮ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই বীজ জমিতে সরাসরি বপন করা যায়। আবার পলি- প্যাকেট বা প্লাগ-ট্রে তে চারা তৈরি করেও মূল জমিতে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

বীজ শুদ্ধিকরণ

বীজ বপনের পূর্বে ৬২.৫ গ্রাম অ্যাজোস্পাইরিলাম নামক অণুজীব মিশ্রণে ১০০ গ্রাম বীজকে মিশিয়ে বপন করলে গাছের চেহাচার উন্নতির সাথে সাথে ফলনও বৃদ্ধি পায়।

বীজ বপনের সময়

বীজ বপনের ১০-১২ দিনের মাথায় অঙ্কুরোদগম হয়। মূল জমিতে প্রতিস্থাপনযোগ্য চারা তৈরি হতে প্রায় ৩৫-৪০ দিন সময় লাগে। তাই বীজ বপন কর।



সজিনার ডটায় প্রচুর পরিমাণে

ভিটামিন সি, ক্যারোটিন, ফসফরাস এবং বিভিন্ন খনিজ থাকে। পাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। প্রায় সম্পূর্ণ গাছটিই বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ব্রফাইটিস, ডায়েরিয়া, অ্যানিমিয়া, অ্যাজমা, হৃদরোগ, হজম সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ চারা লাগানোর তিন মাসের মাথায় প্রতি মাদাতে ৪৫ গ্রাম নাইট্রোজেন, ১৫ গ্রাম ফসফরাস ও ৩০ গ্রাম পটাশিয়াম সার প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীকালে ৬ মাস বয়সী গাছে ফলন আসতে শুরু করলে প্রতি মাদায় ৪৫ গ্রাম নাইট্রোজেন সার দিতে হবে।

জলসেচ

বীজ বপনের পর এবং তারপর দুই থেকে তিন দিন অন্তর পুনরায় জল দিতে হবে, অসম্মা গাছ দাঁড়িয়ে গেল মতেনে একটি জলসেচের প্রয়োজন হয় না।

অন্তর্গতী যত্ন

একবর্ষীয় সজিনা গাছের ক্ষেত্রে গাছের উচ্চতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্শ্ববর্তী শাখা-প্রশাখায় সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রধান গাছের প্রান্তীয় কুঁড়ি ছেঁটে দেওয়া হয়। ফলে গাছের পার্শ্ববর্তী ডাল-পালার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং গাছের উচ্চতাও প্রয়োজন অতিরিক্ত হয় না। গাছের উচ্চতা যখন প্রায় ৫-৫ সেমি হয়, তখন এই কাজটি করা হয়। ফুল ধারণের কিছুদিন পূর্বে ও ফুল ধারণের পর অল্পিন জাতীয় হরমোন প্রয়োগ করলে ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও ফুল বারে যাওয়ার সমস্যাও কমে যায়।

ডাটা সংগ্রহ

একবর্ষীয় সজিনা গাছে ফলন আসতে প্রায় ৫-৬ মাস সময় লাগে। ডাটা গুলিকে সঠিক সময় সংগ্রহ না করলে তন্তুর নষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায় বা বাজারে গ্রহণযোগ্যতা হারায় ও বাজার দরও কম পাওয়া যায়। ফলন শুরু হলে প্রায় ২-৩ মাস ফলন পাওয়া যায়।

উপসংহার

একবর্ষীয় সজিনা চাষে ক্ষুদ্র চাষীদের অর্থালভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। জলসেচের খরচ ন্যূনতম। সার সংক্রান্ত খরচও কম। এছাড়াও এর ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রম তুলনামূলক কম। ফলে দিন মজুর প্রতিমুঠে খরচও কম হয়। একবর্ষীয় সজিনা চাষের ক্ষেত্রে ব্যয় ও আয়ের অনুপাত ১:১.৫ পর্যন্ত হতে পারে যেহেতু নভেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারি এমনিটিক ফেব্রুয়ারি মাস অবধি সময়ে ডটার দাম প্রায় ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা এমনিটিক ১০০ টাকা প্রতি কেজি পর্যন্ত যায়। যা বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি। সর্বোপর বছরের অ-সময়ে এর উৎপাদন হওয়ায় অধিক বাজার দর পাওয়া সম্ভব।

নগর বাঁচাবে উদ্যানপালন

উদ্যানপালন শহরের জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ, স্থানীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। ফল, শাকসবজি, বাদাম এবং পাতার মতো খাদ্য সরবরাহ করতে পারে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল এবং ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক তনুশ্রী কোলে এবং রাজদীপ মোহন্ত।

তুলতে সাহায্য করে

সাধারণত শহরে দরিদ্রতা, বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত, তারা জীবিকা ও বেঁচে থাকার কৌশল হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে উদ্যানপালন করে আসছেন। গত কয়েক দশক ধরে, সরকার অনেক দেশে এক্ষেত্র প্রোগ্রাম চালু করেছে। এক্ষেত্র প্রোগ্রাম এবং অংশীদার স্বেচ্ছাগুলির অনুদান উদ্যোগগুলি দেখিয়েছে কিভাবে উদ্যানপালন শহুরে পরিবেশের ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করে এবং তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে অবদান রাখে। এটি সবুজ শহর গড়ে তুলতেও সাহায্য করতে

দ্বিতীয় পর্ব



পারে যা জনবস্তির উন্নতি এবং শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে চাকরি সৃষ্টি এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পর্যন্ত সামাজিক ও পরিবেশগত বামা-বিশিষ্ট মোকাবিলা করতে পারে।

সবুজ শহর-এর ধারণা

স্থিতিস্থাপকতা, বিনির্ভরতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য পরিকল্পনা করা সাধারণত আরও উন্নত উদ্যানপালন শহুরে পরিবেশের ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করে এবং তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে অবদান রাখে। এটি সবুজ শহর গড়ে তুলতেও সাহায্য করতে

উন্নত সাহায্য করে

সাধারণত শহুরে দরিদ্রতা, বিশেষ করে যারা গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত, তারা জীবিকা ও বেঁচে থাকার কৌশল হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে উদ্যানপালন করে আসছেন। গত কয়েক দশক ধরে, সরকার অনেক দেশে এক্ষেত্র প্রোগ্রাম চালু করেছে। এক্ষেত্র প্রোগ্রাম এবং অংশীদার স্বেচ্ছাগুলির অনুদান উদ্যোগগুলি দেখিয়েছে কিভাবে উদ্যানপালন শহুরে পরিবেশের ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করে এবং তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিতে অবদান রাখে। এটি সবুজ শহর গড়ে তুলতেও সাহায্য করতে

১) সবুজ ছাদ:

এই পদ্ধতিতে গাছপালার আড়াআড়ি স্তরগুলির একটি সিরিজ থেকে তৈরি করা হয় যা ছাদের পৃষ্ঠে ঢিলেঢালা মড়ালার হিসাবে স্থাপন করা হয় (অর্থাৎ, ছাদে স্তরে স্তরে বা ট্রেতে প্রাক-প্রস্তুত স্তর হিসাবে স্থাপন করা। এগুলি এলাফিক কারণে তৈরি করা হয়েছে - মানুষজনের ব্যবহারের জন্য স্থান হিসাবে, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে, সম্প্রস্কৃত মূল্য যোগ করার জন্য বা বিশেষ পরিবেশগত সুবিধা অর্জনের জন্য।

২) সবুজ দেওয়াল:

উন্নতভাবে আশ্রিত মাধ্যমে জন্মানো গাছপালা নিয়ে গঠিত একটি সবুজ প্রাচীর যা সাধারণত একটি অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে মুক্ত ভাবে অবস্থিত হতে পারে। এগুলি জীবন্ত প্রাচীর, জৈব-প্রাচীর বা উন্নত বাগান হিসাবেও পরিচিত। এগুলি একটি আকর্ষণীয় নকশার বিচিত্রতা প্রদান করে। এই সবুজ প্রাচীর শীতল জলবায়ু তৈরি করে, স্থানীয় বায়ুর গুণমান উন্নত করে এবং এমন জায়গায় গাছপালা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রদান করে যেখানে সাধারণত গাছপালার বৃদ্ধি সমর্থন করে না।

৩) সবুজ সম্মুখভাগ:

একটি বিস্তারিত উপরে এবং সম্মুখভাগ জুড়ে আরোহণকারী গাছপালা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সবুজ সম্মুখভাগ তৈরি করা হয়। এটি তৈরি করা হয় এর গোড়ায় লাগানো বাগানের বিছানায় জন্মানো গাছপালা থেকে বা বিস্তারিত জুড়ে বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত 'কন্টেনার গ্রেডিং' দ্বারা। এটি স্থাপন করার আসল উদ্দেশ্যই হল বাড়ির দালানের আকর্ষণীয় চেহারা প্রদান করা অথবা তারা একটি দৃশ্য অবরুদ্ধ করতে, বা একটি বিস্তারিত এর জন্য ছায়া প্রদান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪) টাউন বেটক:

টাউন বেটক হল বড় গাছে

ভরা উপবনের মতো জায়গা যা

শহরগুলিকে ঘিরে রাখে এবং তাত্ত্বিকভাবে উন্নয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত। ৫) আঞ্চলিক উদ্যান: এটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শহরের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য উদ্ভুক্ত স্থানের একটি বড় এলাকা। আঞ্চলিক পার্কগুলি ছেলা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত শহর ভিত্তিক পার্কগুলির চেয়ে বড় এবং সরবরণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিশাল জাতীয় উদ্যানগুলির ক্ষেত্রে ছোট। তারা বিনোদন, কৃষিকাণ্ড, বনায়ন, জল বাসস্থান, ঐতিহ্য এবং সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করে দেয়।

৬) বীথিকা বা অ্যান্ডিন্টিউ:

এটি বহিঃস্থভাবে একটি সরল রাস্তা যা প্রতিটি পাশে গাছ বা গুল্মগুলির একটি লাইন করে লাগানো হয়ে থাকে, যা একটি ল্যান্ডস্কেপ বা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে আগমনকে প্রাধান্য দেয়। যেমন সুইট গাম, লন্ডন গ্লেন, সোয়াস্প ওক, ইংলিশ ইউ ইত্যাদি।

৭) প্রশস্ত বীথিকা বা বুলেভার্ড:

এটি সাধারণত একটি প্রশস্ত, মিউটি-লেনের মাঝামাঝি রাস্তা যা পরিষদের পাশে এবং ফুটপাথের মধ্যে ছোটগাছ বা গুল্মজাতীয় গাছ একটি লাইন করে লাগানো হয়ে থাকে। ৮) রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ: এটি সাধারণত জনসংখ্যা এবং সরকারী মালিকানাধীন বনের মধ্যে একটি বাফার বা নিরাপত্তার সীমানা হিসাবে কাজ করে এবং এটি বনের ব্যাপক নির্বিচারী ধ্বংস হ্রাস করতেও সহায়তা করে।

৯) ট্রুকিং:

এটি শহুরে ও শিল্প অঞ্চলে বস্তুর চারণাশে বিন্যস্ত স্তরে রাউন পাথর উদ্ভিদের বিদ্যাস যা একটি গাছের গুঁড়ি, ল্যান্ডস্কেপেট বা একটি স্তম্ভ হতে পারে।

১০) কার্পেট বেড:

মাটির সাথে আচ্ছাদিত গাছগুলিকে ঘনভাবে বাড়াইয়ে তারপর একটি নকশা বা বর্ণনামূলক অক্ষরে ছটািই করে শিল্পকে কার্পেট বিছানা বলে। প্রান্তীয় অঞ্চলের শহরের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য উদ্ভুক্ত স্থানের একটি বড় এলাকা। আঞ্চলিক পার্কগুলি ছেলা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত শহর ভিত্তিক পার্কগুলির চেয়ে বড় এবং সরবরণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিশাল জাতীয় উদ্যানগুলির ক্ষেত্রে ছোট। তারা বিনোদন, কৃষিকাণ্ড, বনায়ন, জল বাসস্থান, ঐতিহ্য এবং সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করে দেয়।

১১) টোপিয়ারি:

এটি জ্যামিতিক বা কল্পনাপ্রসূত আকারে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত আকারগুলির বিকাশ বজায় রাখার জন্য গাছ, গুল্ম এবং গুল্মগুলির পাতা এবং ডাল কাটার মাধ্যমে বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যানবিদ্যা অনুশীলন। এটি এক ধরনের জীবন্ত ভাস্কর্য। এটি বাড়ির সামনে (লন), অধিস ভবনে তৈরি করা যেতে পারে। ছোট টোপিয়ারিগুলি উন্ডোরে স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন হলি হোপঝাড়, চেরি লরেল, মাদ্রেন্ট লারেল, ল্যাভেভার, রোজমেরি, ইংলিশ আইডি ইত্যাদি।

১২) হেজেস:

এটাকে সাধারণত ক্ষুদ্র বৃক্ষনির্মিত বেড়া বলা যেতে পারে। উদ্ভিদের সাহায্যে লাইভ হেজেস তৈরি করা যায় এবং বেড়া বা সবুজ প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি নির্দিষ্ট সাইট বা বিস্তারিত আচ্ছাদিত জায়গা লুকিয়ে স্ক্রিন করার জন্য কাজ করে। এটি একটি ছবি করার শিল্পকে কার্পেট বিছানা বলে। প্রান্তীয় অঞ্চলের শহরের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য উদ্ভুক্ত স্থানের একটি বড় এলাকা। আঞ্চলিক পার্কগুলি ছেলা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত শহর ভিত্তিক পার্কগুলির চেয়ে বড় এবং সরবরণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিশাল জাতীয় উদ্যানগুলির ক্ষেত্রে ছোট। তারা বিনোদন, কৃষিকাণ্ড, বনায়ন, জল বাসস্থান, ঐতিহ্য এবং সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করে দেয়।

১৩) ট্রুকিং:

এটি শহুরে ও শিল্প অঞ্চলে বস্তুর চারণাশে বিন্যস্ত স্তরে রাউন পাথর উদ্ভিদের বিদ্যাস যা একটি গাছের গুঁড়ি, ল্যান্ডস্কেপেট বা একটি স্তম্ভ হতে পারে।

হয় জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে।

বীজের হার হেক্টর প্রতি ৫০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। মূল জমিতে সরাস